পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থিতিশীলতা আনয়ন, উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করণ এবং এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) –এর প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে -১.০০ শতাংশ এবং ৯.৭০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। তবে জুন ২০২৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা এবং ব্যাপক মুদ্রার যথাক্রমে ৭.৮৪ শতাংশ ও ৭.৭৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আবার সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ২৭.৮০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, তবে এগুলোর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৯.৬৯ শতাংশ এবং ৯.৮৪ শতাংশ। জুন ২০২৪ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারি ঋণ ছিল ২০.০৮ শতাংশ, যেখানে বেসরকারি খাতের ঋণ ছিল ৭৭.৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ১৪.১০ শতাংশ হ্রাসের কারণে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের ১০.৪৯ শতাংশের তুলনায় কমে ৭.৮৪ শতাংশে নেমে এসেছে। মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধীরে ধীরে নীতি সুদহার বৃদ্ধি করেছে। আমদানি ব্যয়ের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য চাপ, ঋণের বাজারভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক সুদহার এবং আমানত ও ঋণের সুদহারের সীমা অপসারণের ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ এবং আমানত উভয়েরই সুদহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদহার প্রায় স্থিতিশীল ছিল এবং জুন ২০২৩ এর শেষে তা ৭.৩১ শতাংশ ছিল। তবে এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৪ এর শেষে সর্বোচ্চ ১১.৫২ শতাংশে পৌঁছায়। একই সময়ে, আমানতের ভারিত গড় সুদহার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এর শেষে ৪.৩৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং পরবর্তীতে এটি আরো বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৪ এর শেষে ৫.৪৯ শতাংশে উপনীত হয়। আর্থিক বাজারসমূহও উল্লেখযোগ্য পতন (Downturns)-এর সম্মুখীন হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রড ইনডেক্স (DSEX) ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট থেকে ১৬.০১ শতাংশ কমে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্টে নেমে আসে। একইভাবে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক ১৯.৪৬ শতাংশ কমে ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট থেকে ২০২৪ সালের জুন মাসে ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্টে নেমে আসে। সামগ্রিকভাবে, বৈশ্বিক এবং দেশীয় চাপের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কঠোর মুদ্রানীতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

মুদ্রানীতি এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা (supply chain) বিঘ্নিত হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, টাকার অবচিতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ক্রলিং পেগ (crawling peg) পদ্ধতি চালুকরণ, SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) ভিত্তিক সুদহার সীমা অপসারণ করে বাজারভিত্তিক সুদহার চালু করা এবং নীতি সুদহার বৃদ্ধি করা। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার বৃদ্ধি করে এবং সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থনীতিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা (High Powered Money) বা রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি না করে কঠোর মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখে। জাতীয় বাজেটে ঘোষিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য মুদ্রা এবং ঋণ কর্মসূচিসমূহ ডিজাইন করা হয়, যেখানে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ৯.৭০ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অধীনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ছিল: ১ জুলাই ২০২৩ তারিখ থেকে সুদহার টার্গেটিং ফ্রেমওয়ার্কে (Targeting framework) স্থানান্তর, নীতি সুদহার করিডোর প্রবর্তন, আমানত ও ঋণের সুদহার সীমা অপসারণ এবং ঋণের জন্য একটি রেফারেন্স হার (reference rate) নির্ধারণ। এছাড়াও, BPM-6 এর অধীনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসাব করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ, মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে বৈদেশিক মুদ্রা

বিক্রয় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নীতি সুদহার (রেপো হার) বৃদ্ধি করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির চাপ মোকাবিলা এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের জন্যও সংকোচনমূলক মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ হলো: নীতি সুদহার করিডোর সংকুচিত করে +২০০ থেকে +১৫০ বেসিস পয়েন্টে হ্রাসকরণ, নীতি সুদহার (ওভারনাইট রেপো হার) প্রথমে ৭.৭৫ শতাংশ থেকে ৮.০০ শতাংশে এবং পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি করে ৮.৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ; ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হারের সর্বোচ্চ সীমা ৯.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৯.৫০ শতাংশে, এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় ১০ শতাংশে বৃদ্ধিকরণ; স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হারের সর্বনিম্ন সীমা ৫.৭৫ শতাংশ থেকে প্রথমে ৬.৫০ শতাংশে এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি করে ৭.০০ শতাংশে উন্নীতকরণ; টাকা-ডলার বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম চালুকরণ; ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং খেলাপি ঋণ (NPL) হ্রাসের জন্য একটি রোডম্যাপ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; কৃষি, সিএমএসএমই (CMSME) এবং আমদানি-বিকল্প শিল্পসহ উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান অব্যাহত রাখা; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য কারেন্সি সোয়াপ (Currency swap) চালুকরণ এবং রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (RFCD) অ্যাকাউন্টে সুদহারসহ সুবিধাদি আরও আকর্ষণীয়করণ ইত্যাদি।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন মাস শেষে বছরভিত্তিতে (Year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৮৪ শতাংশ, ৭.৭৪ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশে। সারণি ৫.১-এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সংকীর্ণ মুদ্রা	৭.২২	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১.৮৪
ব্যাপক মুদ্রা	৯.৮৮	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৭.৭৪
রিজার্ভ মুদ্রা	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money, M1)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংকীর্ণ মুদ্রা ১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ছিল ১৫.৪৯ শতাংশ। সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানগুলোর মধ্যে জনগণের হাতে থাকা নোট ও মুদ্রা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০.৫১ শতাংশ হ্রাস পায়, তবে তলবি আমানত ৫.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে জনগণের হাতে থাকা নোট ও মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৪৬ শতাংশ এবং তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৫৫ শতাংশ।

ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money, M2)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা ২০,৩৩,২৩১.৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ছিল ১৮,৮৭,১৬৮.১ কোটি টাকা। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ব্যাপক মুদ্রার বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৭৪ শতাংশ, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৪৮ শতাংশ। জুন ২০২৪ শেষে বছরভিত্তিক মেয়াদি আমানত ৯.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.৮২ শতাংশ। সারণি-৫.২ এ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর গতিধারা ও প্রবৃদ্ধি এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রার গঠন ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

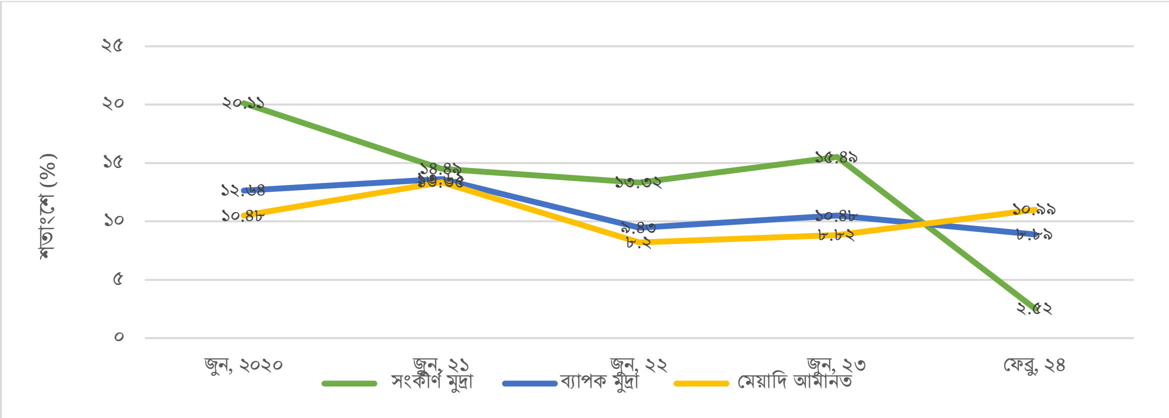

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকায়)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৭৩৩৬.২	৩৮২৩৩৭.৫	৩৬৪২৯৮.৮	৩১৬৭২৮.৩	২৯২৩২১.০
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০৭৬৩৯৮.৯	১১৭৮৫৫৭.৮	১৩৪৩৮২৩.৪	১৫৭০৪৩৯.৮	১৭৪০৯১০.৬
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১]	১৩০৭৬৩৩.৭	১৪৩৯৮৯৯.০	১৬৭১৭৪৯.১	১৯২৬৭৭০.৭	২১১৫৫৩৫.৭
১) সরকারি খাত (নিট)	১৮১১৫০.৭	২২১০২৫.৯	২৮৩৩১৪.৬	৩৮৭৩৪৯.৮	৪২৪৮৭৭.১
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২৯২১৫.১	৩০০১৭.৮	৩৭১৯৮.৯	৪৫১৬৪.৭	৪৯৪১৯.১
৩) বেসরকারি খাত	১০৯৭২৬৭.৯	১১৮৮৮৫৫.৩	১৩৫১২৩৫.৬	১৪৯৪২৫৬.২	১৬৪১২৩৯.৫
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৩১২৩৪.৮	-২৬১৩৪১.২	-৩২৭৯২৫.৭	-৩৫৬৩৩০.৯	-৩৭৪৬২৫.১
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	৩২৮২৬৩.৯	৩৭৫৮২৮.৭	৪২৫৯০৪.৭	৪৯১৮৮৭.৯	৫০০৯২৪.৪
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৯২১১৪.৫	২০৯৫১৭.৭	২৩৬৪৪৮.৯	২৯১৯১৩.৫	২৯০৪৩৬.৫
খ) তলবি আমানত[২]	১৩৬১৪৯.৪	১৬৬৩১১.০	১৮৯৪৫৫.৮	১৯৯৯৭৪.৪	২১০৪৮৭.৯
৪. মেয়াদি আমানত	১০৪৫৪৭১.২	১১৮৫০৬৬.৬	১২৮২২১৭.৫	১৩৯৫২৮০.২	১৫৩২৩০৭.২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৩৭৩৭৩৫.১	১৫৬০৮৯৫.৩	১৭০৮১২২.২	১৮৮৭১৬৮.১	২০৩৩২৩১.৬
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৯.১৫	২৮.৫৯	-৪.৭২	-১৩.০৬	-৭.৭১
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৩.৬৪	৯.৪৯	১৪.০২	১৬.৮৬	১০.৮৫
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.০২	১০.১১	১৬.১০	১৫.২৫	৯.৮০
১) সরকারি খাত (নিট)	৫৯.৯২	২২.০১	২৮.১৮	৩৬.৭২	৯.৬৯
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২৫.০৯	২.৭৫	২৩.৯২	২১.৪১	৯.৪২
৩) বেসরকারি খাত	৮.৬১	৮.৩৫	১৩.৬৬	১০.৫৮	৯.৮৪
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৫.৮১	-১৩.০২	-২৫.৪৮	-৮.৬৬	-৫.১৩
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১.৮৪
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	২৪.৫২	৯.০৬	১২.৮৫	২৩.৪৬	-০.৫১
খ) তলবি আমানত	১৪.৪১	২২.১৫	১৩.৯২	৫.৫৫	৫.২৬
৪. মেয়াদি আমানত	১০.৪৮	১৩.৩৫	৮.২০	৮.৮২	৯.৮২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৭.৭৪

নোট: ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।
উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

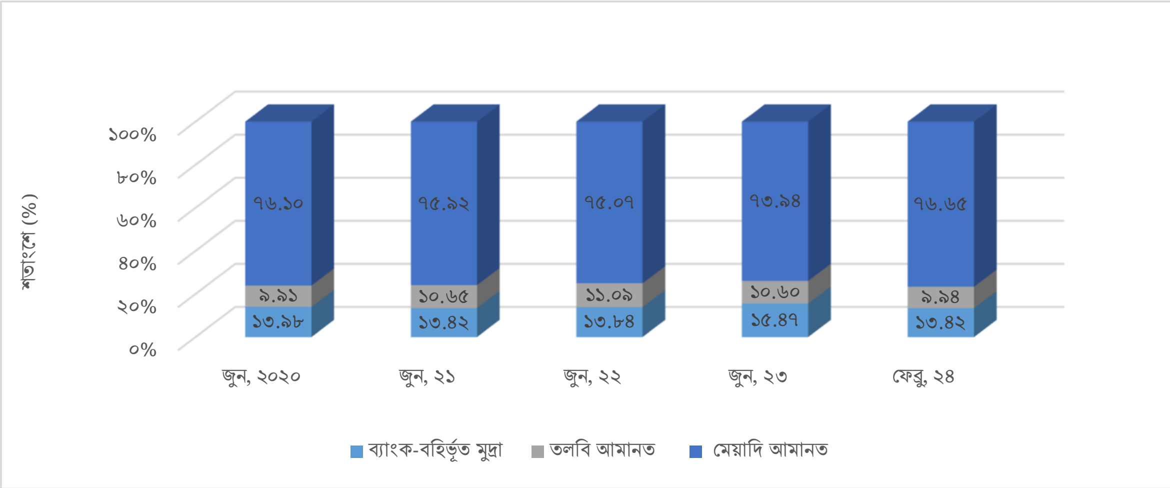

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির হার (বছরভিত্তিক) ৯.৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ১৫.২৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানগুলোর মধ্যে জুন ২০২৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি সামান্য কমে ৯.৮৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৩ সালের জুন মাসে ছিল ১০.৫৮ শতাংশ। জুন ২০২৪ শেষে সরকারের নীট ঋণ ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২৩ সালের একই সময়ে ৩৬.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২৪ সালের জুন মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারের নীট ঋণ (অন্যান্য সরকারি খাত ব্যতীত) ছিল ২০.০৮ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ ছিল ৭৭.৫৮ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ৪,১৩,৬৪৪.৬ কোটি টাকায়, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৩,৮৩,৫৮৫.২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রা ৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে তা ১০.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রিজার্ভ মুদ্রার উৎস বিশ্লেষণে যায় যে, ২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৪.১০ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি কম হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৭.৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সারণি-৫.৩ এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং সারণি-৫.৪ এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন২০২২	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকায়)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২০৮০৯৪.১	২২৬৮৮৮.৩	২৫৬১৮২.৮	৩১১৯৪৭.৮	৩২০৩০৮.৯
২. তফশিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৫৭৬৮.৩	১২০৫৯৭.০	৯০৩৮২.৯	৭০৯৬৭.৩	৯২৭৬৫.১
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৬২১.০	৫৮৬.৫	৫৯৬.৪	৬৭০.১	৫৭০.৬
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩৮৩৫৮৫.২	৪১৩৬৪৪.৬
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২২.১৩	৯.০৩	১২.৯১	২১.৭৭	২.৬৮
২. তফশিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১.০১	৫৯.১৭	-২৫.০৫	-২১.৪৮	৩০.৭২

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন২০২২	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-২১.২৪	-৫.৫৬	১.৬৯	১২.৩৬	-১৪.৮৫
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮৬০৪০.৯	৩৬৬৯১৭.৩	৩৪৭৭৫৭.৭	২৮৭৪৯৭.৫	২৪৬৯৭২.৭
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৫৫৭.৫	-১৮৮৪৫.৫	-৫৯৫.৬	৯৬০৮৭.৭	১৬৬৬৭১.৯
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৬৩৭৭৬.৪	৪৫২৯৪.৬	৮০৩৭৫.৪	২৩০৫০৪.০	৩২৯০৩৮.০
ক.১. সরকারের নিকট	৪২১১৭.১	১৭২৮৫.৫	৫৪৯৩০.০	১৫৭৪১১.৯	১৪৫৯৩২.২
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২৫৫১.৯	৩২১৮.১	৩৪৩৫.৬	৩৮৯৩.৪	৪২০৮.৫
ক.৩. তফশিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৩৭৬৪.৯	১৮৯৫২.৩	১৬০৭৩.৯	৬১৮৪৭.২	১৭০১০৪.৬
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৫৩৪২.৫	৫৮৩৮.৭	৫৯৩৫.৯	৭৩৫১.৫	৮৭৯২.৭
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬৫৩৩৩.৯	-৬৪১৪০.১	-৮০৯৭১.০	-১৩৪৪১৬.৩	-১৬২৩৬৬.১
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩৮৩৫৮৫.২	৪১৩৬৪৪.৬
শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১১.২২	২৮.২৭	-৫.২২	-১৭.৩৩	-১৪.১০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮৫.৮৫	-১১০৯.৯৮	৯৬.৮৪	১৬২৩২.৯২	৭৩.৪৬
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৪৫.৭৯	-২৮.৯৮	৭৭.৪৫	১৮৬.৭৮	৪২.৭৫
ক.১. সরকারের নিকট	৩৫.০৪	-৫৮.৯৬	২১৭.৭৮	১৮৬.৫৭	-৭.২৯
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৭.২০	২৬.১১	৬.৭৬	১৩.৩৩	৮.০৯
ক.৩. তফশিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৫৫.৫৩	৩৭.৬৯	-১৫.১৯	২৮৪.৭৭	১৭৫.০৪
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১১.৫৫	৯.২৯	১.৬৬	২৩.৮৫	১৯.৬০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৯.৩২	১.৮৩	-২৬.২৪	-৬৬.০১	-২০.৭৯
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারের নিকট পাওনা ৭.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৮৬.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কম উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া, তফশিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭৫.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ২৮৪.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে যে, ব্যাংকিং খাত ২০২৩-২৪ এবং ২০২২-২৩ উভয় অর্থবছরেই তারল্য সংকটে ভুগেছে। অন্যদিকে, অন্যান্য সরকারি খাতে পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রা গুণক (Money Multiplier)

রিজার্ভ মুদ্রার উচ্চ প্রবৃদ্ধির তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার কারণে মুদ্রা গুণক (Money Multiplier) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমে ৪.৯১৫ হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪.৯২০। জুন ২০২৪ সালের শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত (Reserve-Deposit Ratio) এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত (Currency-Deposit Ratio) দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.০৭১ ও ০.১৬৭।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.৩৫, যা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ছিল ২.৩৩। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)*	ব্যাপক মুদ্রা (M২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০১৫-১৬	২০৭৫৮.২	৯১৬৩.৮	৪৪.১৫	২.২৭
২০১৬-১৭	২৩২৪৩.১	১০১৬০.৮	৪৩.৭২	২.২৯
২০১৭-১৮	২৬৩৯২.৫	১১০৯৯.৮	৪২.০৬	২.৩৮
২০১৮-১৯	২৯৫১৪.৩	১২১৯৬.১	৪১.৩২	২.৪২
২০১৯-২০	৩১৭০৪.৭	১৩৭৩৭.৪	৪৩.৩৩	২.৩১
২০২০-২১	৩৫৩০১.৮	১৫৬০৯.০	৪৪.২২	২.২৬
২০২১-২২	৩৯৭১৭.২	১৭০৮১.২	৪৩.০১	২.৩৩
২০২২-২৩	৪৪৯০৮.৪	১৮৮৭১.৭	৪২.০২	২.৩৮
২০২৩-২৪P	৫০৪৮০.৩	২০৩৩২.৩	৪০.২৮	২.৪৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস, *= (ভিত্তিবছর: ২০১৫-১৬), P =সাময়িক তথ্য

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

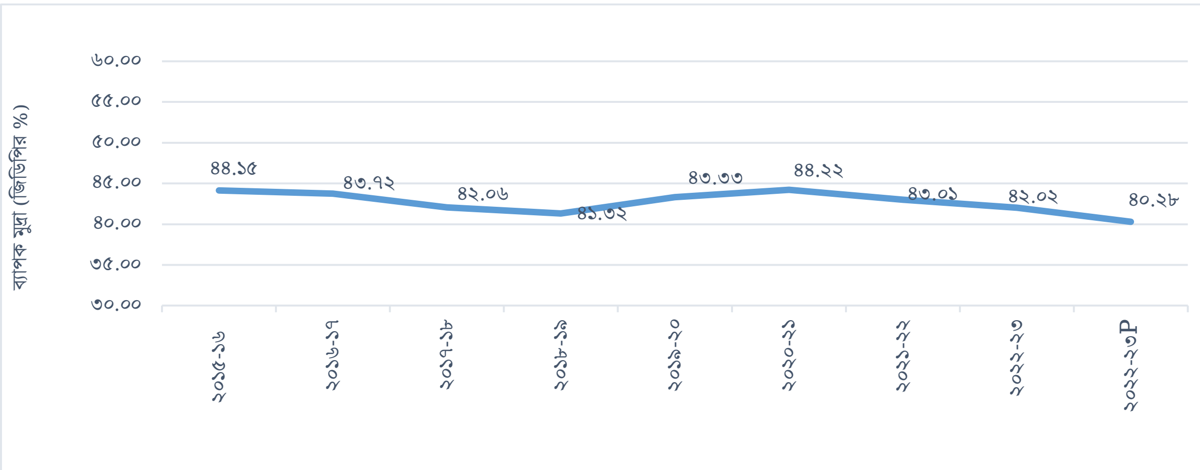

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সুদহার/চার্জসমূহ যৌক্তিকীকরণ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত এবং ঋণের সুদের হার যৌক্তিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণের বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২৩ এর মাধ্যমে SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) এর সাথে নির্ধারিত মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২৪ এর মাধ্যমে SMART-ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয় এবং ব্যাংক খাতে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, আমানতের সুদহারের ন্যূনতম সীমাও তুলে দেয়া হয় এবং আমানতের সুদহার ব্যাংকের স্বীয় বিবেচনায় নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ঋণের বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ ও আমানতের সুদহার যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ঋণ ও আমানতের মধ্যবর্তী ব্যবধানের বাধ্যতামূলক সীমা (Intermediation Spread) সম্পর্কিত নির্দেশনাও প্রত্যাহার করা হয়।

মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, আমদানি ব্যয়জনিত কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য চাপ থাকা, ঋণের সুদহার বাজারমুখী ও প্রতিযোগীতাপ্রবণ হওয়া এবং ঋণ ও আমানতের সুদহার পরিসীমা প্রত্যাহারের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকে ঋণ ও আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত জুন ২০২৩ পরবর্তী সময়ে ঋণ এবং আমানতের সুদহারে উর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২২ এর ৭.০৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এ ৭.৩১ শতাংশে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৪ এ সর্বোচ্চ ১১.৫২ শতাংশে উপনীত হয়। একইসঙ্গে, আমানতের ভারিত গড় সুদহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তা জুন ২০২২ এর ৩.৯৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এ ৪.৩৮ শতাংশে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে তা আরো বেড়ে জুন ২০২৪ এ ৫.৪৯ শতাংশে উপনীত হয়। জুন ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদহার এবং সুদহার বিস্তৃতি (Spread) লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

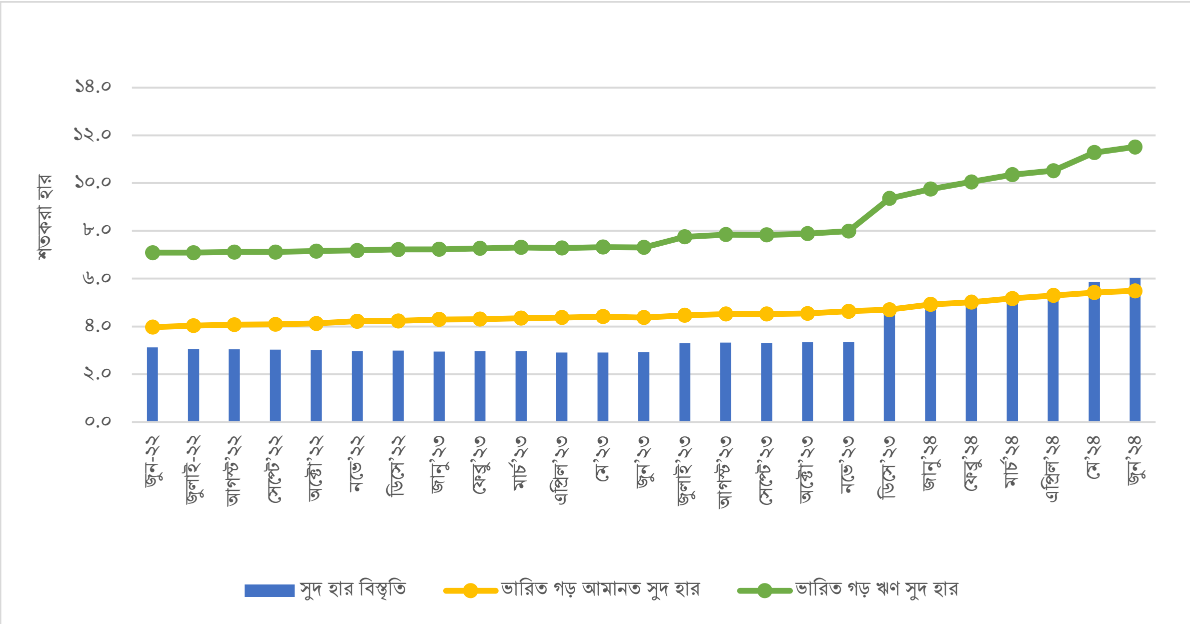

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন।

ব্যাংকিং খাত

জুন ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফশিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকগুলো হলো-আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। জুন ২০২৪ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তফশিলভুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং সম্পদ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো
(জুন ২০২৪ শেষে)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা				মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	ওভারসিজ	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৯৯	২০৩৬	৬	৩৮৪১	২৩.৫০	২৪.৩০
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	৩১৪	১২২৯	০	১৫৪৩	২.৩২	২.৭৭
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	৩৮৯৫	১৯৬৩	১	৫৮৫৯	৬৮.৬২	৬৮.১০
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬২	১	০	৬৩	৫.৫৬	৪.৮৩
মোট	৬১	৬০৭০	৫২২৯	০৭	১১৩০৬	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

জুন ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী মোট ৬১টি তফশিলি ব্যাংক ১১,৩০৬টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর, গ্রামাঞ্চল এবং বিদেশে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬০৭০টি (৫৩.৬৯%), ৫২২৯টি (৪৬.২৫%) এবং ৭টি (০.০৬%)। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৮.৬২ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২৩.৫০ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২.৩২ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংক এবং ৫.৫৬ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকের নিকট রয়েছে। অন্যদিকে, মোট আমানতের ৬৮.১০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২৪.৩০ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২.৭৭ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংকে এবং ৪.৮৩ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকে রক্ষিত রয়েছে।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

জুন ২০২৪ পর্যন্ত তথ্যানুযায়ী মোট ৩৫টি ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৭৬টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪০টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শাখাসমূহের মধ্যে ৭৭টি শাখা ঢাকা জেলায় এবং অবশিষ্ট ১৯৯টি শাখা অন্য ৩৯টি জেলায় অবস্থিত। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের মোট পরিমাণ ছিল ১৩,১৫৭.৪৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৯,১৪৪.৮৩ কোটি টাকা। একই সময়ে প্রতিষ্ঠানসমূহে শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৫৪১.৭৩ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৯৯,০৭১.১০ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৪৭,২৪৭.৩০ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল মোট ৭৪,৩৮৯.১৯ কোটি টাকা টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩,৮৮৯.৪৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণ/লিজের ৩২.১১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে আচরণবিধি, প্রোডাক্ট ও সার্ভিস গাইডলাইন, বেস রেট (Base rate) নির্ধারণ এবং মূলধন পর্যাপ্ততা, বাজার শৃঙ্খলা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশিকা ও সার্কুলার জারি করা হয়েছে। লাইসেন্সিং, ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন বাতিল করে ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০২৩ জারি করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও পরিচালনব্যবস্থার (Governance) উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ফি, চার্জ ও কমিশন যৌক্তিকীকরণ; ঋণ, লিজ ও বিনিয়োগে অনিয়ম প্রতিরোধে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal control) ও কমপ্লায়েন্স (Compliance) শক্তিশালীকরণ; এবং যোগ্য, নৈতিক (Ethical) ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দক্ষ কর্মী নিয়োগকে উৎসাহিতকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। হেড অব ইন্টারন্যাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর নিয়োগযোগ্যতাও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০২৩ এর অধীনে বিদেশি শেয়ারহোল্ডারগণের অংশীদারিত্বের সঙ্গে বোর্ড কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে এবং উত্তম পরিচালনব্যবস্থার (Good Governance) জন্য দক্ষ বোর্ড গঠনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, পরিচালকদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থাপনার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। দেশের একটি টেকসই অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার জন্য উদ্ভাবনী এবং সফল নীতি উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচারে সচেষ্ট রয়েছে। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রধান নীতিগত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.১ -এ প্রদর্শিত হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (FSSP)' এর আওতায় Long Term Financing Facility (LTFF) কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্প্রতি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বেসরকারি খাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল শিল্পে অনুরূপ দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প খাতের বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত আউটপুট বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, Bangladesh Bank Long Term Financing Facility (BB-LTFF) শীর্ষক এই কর্মসূচির আওতায় মোট ২৭৩.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত LTFF এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে (বাংলাদেশ ব্যাংক এর অংশ ব্যতীত) প্রাপ্ত কিস্তি দিয়ে BB-LTFF এর তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং LTFF হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্য কিস্তিসমূহও এই তহবিলে যোগ হবে। বিগত ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য BB-LTFF সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে। BB-LTFF কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত ২৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে PFI (Participating Financial Institutions) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং এর অধীনে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৪.৯৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদিত হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

খেলাপি ঋণের বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন এবং ব্যাংকিং খাতে আরও শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সালকে সংশোধন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই তারিখে BRPD সার্কুলার লেটার নং-২৫ জারি করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে ৭৭ক নং ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের সংজ্ঞা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা; পরিচালক, স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বিকল্প পরিচালকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, উপযুক্ততা মানদণ্ড, তাদের ভূমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব; পরিচালকগণ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ঋণ, ব্যাংক সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে লেনদেনের উপর আরও নিষেধাজ্ঞা ও শর্ত; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালকদের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অপসারণ; অপসারিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকগণ কর্তৃক তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান; জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্তিকরণ এবং তাদের উপযুক্ততা মানদণ্ড; ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ও ফাউন্ডেশনসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তদারকি ও পরিদর্শন এবং শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অন্যান্য বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকটাপন্ন ব্যাংকগুলোর জন্য দ্রুত ও আগাম সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Prompt Corrective Action, PCA), আদায় এবং একীকরণ, পুনর্গঠন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭ এর মাধ্যমে পিসিএ ফ্রেমওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংককে নিজ নিজ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে রিকভারি প্ল্যান প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে 'Recovery Plan for Banks' সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩ জারি করা হয়েছে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪৯(১)গ এবং ধারা ৭৭(১৬) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে একটি ব্যাংক কোম্পানি স্বেচ্ছায় অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত হতে পারবে। তাছাড়া, ধারা ৭৭ক অনুযায়ী এরূপভাবে বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক একীভূতকরণ, পুনর্গঠনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ৭৭ক এর আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক কোম্পানি একীভূতকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ জারি করা হয়েছে, যাতে স্বেচ্ছায় ও বাধ্যতামূলক উভয় ধরনের একীভূতকরণের জন্য গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে কয়েকটি ব্যাংককে স্বেচ্ছায় একীভূতকরণের নীতিগত অনুমতিও প্রদান করেছে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে অধিকতর শৃঙ্খলা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ২০২৩ সালে সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনে কয়েকটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ১৫ এবং ধারা ২৩ এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে 'ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কিত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় পরিচালকদের ন্যূনতম বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে; ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন সাধারণ পরিচালক (common directorship) থাকতে পারবেন না; পরিচালকদের অবশ্যই ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায় বা অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তবে ১৮ বছর বয়সের আগে কোন অভিজ্ঞতা দেখালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র পরিচালকদের দায়িত্ব শেয়ারহোল্ডার পরিচালকদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ২০২৩ (সংশোধিত) এর ১৫(৯) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩ জারি করেছে। উক্ত সার্কুলারে স্বতন্ত্র পরিচালকদের জন্য ন্যূনতম বয়স ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৭৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র পরিচালকদের ন্যূনতম ১০ বছরের ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকারও বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালকগণের জন্য প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা হারে সম্মানী এবং বোর্ড সভা বা সহযোগী কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য ১০,০০০ টাকা হারে সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একজন উপযুক্ত, পেশাগতভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ/নিযুক্তি এবং তাঁর দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতিমালা' সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ন্যূনতম বয়স হবে ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স হবে ৬৫ বছর। উক্ত পদের জন্য কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং নিয়োগের মেয়াদ হবে সাধারণভাবে ৩ বছর। এ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, খেলাপি ঋণ কমানোর সক্ষমতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উক্ত সার্কুলারের অনুবৃত্তিক্রমে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ জারি করে। এই কমিটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীদের যোগ্যতা, উপযুক্ততা ও দায়িত্ব পালনের কমিটমেন্ট, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং নেতৃত্বের গুণাবলি মূল্যায়ন ও যাচাই করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য উক্ত কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

সমঝোতা স্মারক (MOU) এর আওতায় পূর্ববর্তী বছরসমূহের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকগুলোর সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদযুক্ত আমানত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হ্রাস, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ এবং

ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্ত ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। ব্যাংকসমূহের সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ফরেন ডকুমেন্টারি বিল ফর পারচেজ-সহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়নের অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলার জন্য সরকার ঘোষিত ৩০,০০০ কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংকগুলোর তারল্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ১৫,০০০ কোটি টাকার একটি ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিম থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতে কার্যকরী মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয় (CMSME ব্যতীত)। এই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৪৪টি ব্যাংক এবং ৮টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১১,৩২০.৯০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে (বাস্তবায়ন হার ৭৫.৪৭%)। এছাড়া ২০২৩ সালে ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬(ক)-এর সংশোধনী অনুসারে বন্ড, ডিবেঞ্চার ও ইসলামিক শরীয়াহ ভিত্তিক নিদর্শনপত্র (Instruments) নির্ধারিত বিনিয়োগসীমা (Exposure Limit)-এর জন্য নির্দিষ্টকৃত বিনিয়োগ কোষের অন্তর্ভুক্ত হবে না মর্মে বিধান জারি করা হয়েছে। একটি সুশৃঙ্খল এবং ঝুঁকি-সহনশীল (Risk-resilient) ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিচর্চার (Best practices) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Basel III নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করছে। Basel III নির্দেশিকা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংযোজনী ৫.২ -এ তুলে ধরা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৩ এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৪-এ উল্লেখ করা হলো।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র অনুকূলে ১৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট (Commodity Exchange Certificate) ইস্যু করা হয়েছে;
- ব্রোকার/ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অ্যাসেট ম্যানেজার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি এবং সিকিউরিটিজ কাস্টোডিয়ান-সহ বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (ওআরএসপি) চালু রয়েছে;
- বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (CCAM) চালু রয়েছে;
- বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক চাহিত তথ্য দ্রুত প্রদানের জন্য এক্সটারনাল ডাটা রিকোয়েস্ট প্রসেসিং (EDRP) চালু রয়েছে;
- জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে "বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ" পালন করা হচ্ছে;
- সরকারি সিকিউরিটিজের জন্য উৎপাদন ভিত্তিক (Yield based) হিসাবায়ন পদ্ধতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়টিতেই বাস্তবায়িত হয়েছে;
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (DSE) এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF) প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুঁজিবাজারের ইতিহাসে বিএসইসি কর্তৃক প্রথমবারের মতো

২০২৩-২৪ অর্থবছরে "এলবি মাল্টি অ্যাসেট ইনকাম ফান্ড ইটিএফ (LB Multi Asset Income ETF) অনুমোদন করা হয়েছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) পিএলসি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত তালিকাভুক্ত মোট সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬৫৩টি, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৬৬০-টিতে পৌঁছায়। জুন ২০২৪ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন ছিল ৪,৩৯,৯৬১.০৫ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২৩ এর তুলনায় ৫.৩১ শতাংশ বেশি। তবে, মোট বাজার মূলধন (Market capitalisation) ২০২৩ সালের জুন মাসের ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা থেকে ১৪.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৬,৬২,১৫৫.৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একইভাবে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (DSEX) ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট থেকে ১৬.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্টে নেমে আসে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাতও (পি/ই) হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে দাঁড়ায় ১০.২২-তে, যা ২০২৩ সালের জুন মাসে ছিল ১৪.৩৮। সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য নীচের ছক ৫.৭ এবং চিত্র ৫.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চারসহ)	আইপিও সংখ্যা *	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮৩৫৮.৯৭	২৫৩০২৪.৬০	৮৫৭০৮.৯৭	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩২০৭.৬৪	২৯৪৩২০.২৩	১১২৫৩৯.৮৪	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯১৯৫.০৫	৩২৪৭৩০.৬০	১১২৩৫১.৯৫	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১.০৮	৩৮০১০০.১০	১৮০৫২২.২১	৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৬.৫১	৩৮৪৭৩৪.৭৮	১৫৯০৮৫.১৯	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬৮৫৭.৪৮	৩৯৯৮১৬.৩৮	১৪৫৯৬৫.৫৪	৫৪২১.৬২
২০১৯-২০	৫৮৯	৫	১২৯৯৮১.৪০	৩১১৯৬৬.৯৮	৭৮০৪২.৭৮	৩৯৮৯.০৯
২০২০-২১	৬০৯	১৫	১৩৯৭৩৪.৪০	৫১৪২৮২.১৩	২৫৪৬৯৭.০৪	৬১৫০.৪৮
২০২১-২২	৬২৫	১৬	১৫২১৫৯.২৮	৫১৭৭৮১.৬৯	৩১৮৬০৭.০২	৬৩৭৬.৯৪
২০২২-২৩	৬৫৩	৯	৪১৭৭৭৭.৮৯	৭৭২০৭৮.০৪	১৯১০৮৭.৪৭	৬৩৪৪.০৯
২০২৩-২৪	৬৬০	৯	৪৩৯৯৬১.০৫	৬৬২১৫৫.৮৯	১৪৯৮৬৪.৯১	৫৩২৮.৪০

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ।

* আইপিও এর সংখ্যা তালিকাভুক্তির তারিখ অনুযায়ী নেয়া হয়েছে।

চিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা

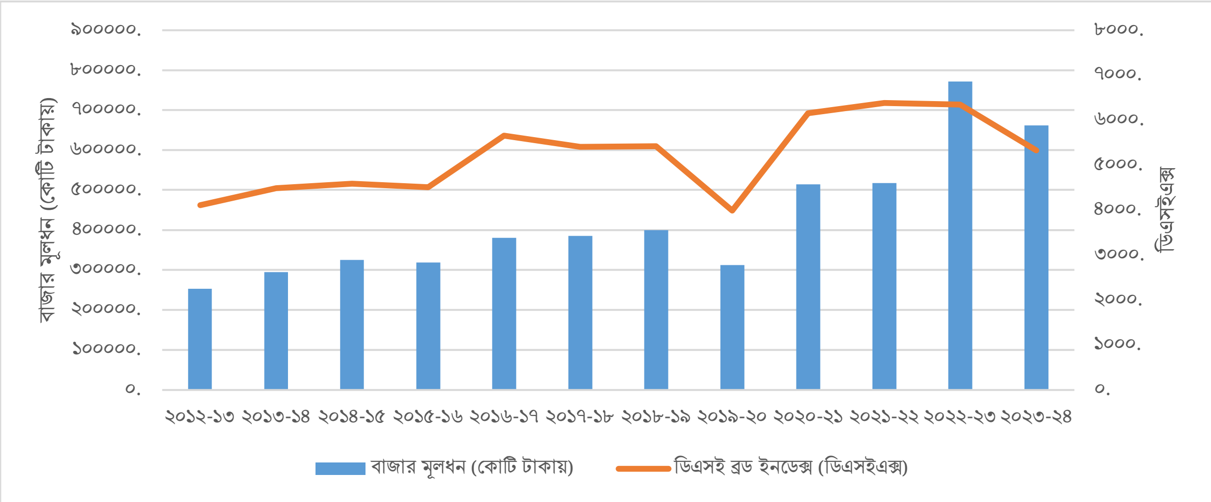

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) পিএলসি

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে জুন ২০২৪ মাস শেষে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬২৩টি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন ৪,৪৩,৩০৯.২৫৪ কোটি টাকায় পৌঁছে, যা জুন ২০২৩ এর তুলনায় ৬.২৯ শতাংশ বেশি। তবে, একই সময়ে বাজার মূলধন ৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৪-এ ৬,৯১,৫৭৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একইভাবে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সার্বিক মূল্য সূচক জুন ২০২৩ এর ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট থেকে ১৯.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৪-এ ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্টে দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ নীচের ছক ৫.৮ এবং লেখচিত্র ৫.৬-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাঁকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাঁকায়)	সিকিউরিটিজের লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাঁকায়)	সিএসই সার্বিক সূচক
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭৩.০১	২৪৯৬৮৪৮.৯১	৭৭৪৭১.৬০	১৩৬২৩.০৭
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০৬৫৭২.১০	৩১১৩২৪২.৯০	১১৮০৭৫.২৭	১৫৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫৪০৫৯.১০	৩১২৩৫২১.৭০	১০৯৮৫০.৬০	১৬৫৫৮.৫০
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১২৮৯৪.৩০	৩২৯৩৩০২.৮১	৮৪৮০০.১৩	১৬৬৩৪.২১
২০১৯-২০	৩৩২	৪	৭৩৫৮৯৭.৬২	২৪৪৭৫৬৭.১৩	৫৩০৭৮.১৭	১১৩৩২.৫৮
২০২০-২১	৩৪৮	১৪	৮৩৩৬৫২.৬০	৪৩৮৩৬৫৩.৩০	১১৬৯১৩.৮১	১৭৭৯৫.০৪
২০২১-২২	৩৮১	১২	১০২৩৩৫৭.০৯	৪৪৮৪১৫৯.৩৯	১২০৬৯৮.২১	১৮৭২৭.৫১
২০২২-২৩	৬১৫	১১	৪১৭০৭৮৫.৯০	৭৫৮৫৫০১.৯২	৬০৬৫৫.৮০	১৮৭০২.২০
২০২৩-২৪	৬২৩	১৪	৪৪৩৩০৯২.৫৪	৬৯১৫৭৬০.০১	৭৪৭৮১.৪৯	১৫০৬৬.৮১

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সার্বিক সূচক এর গতিধারা

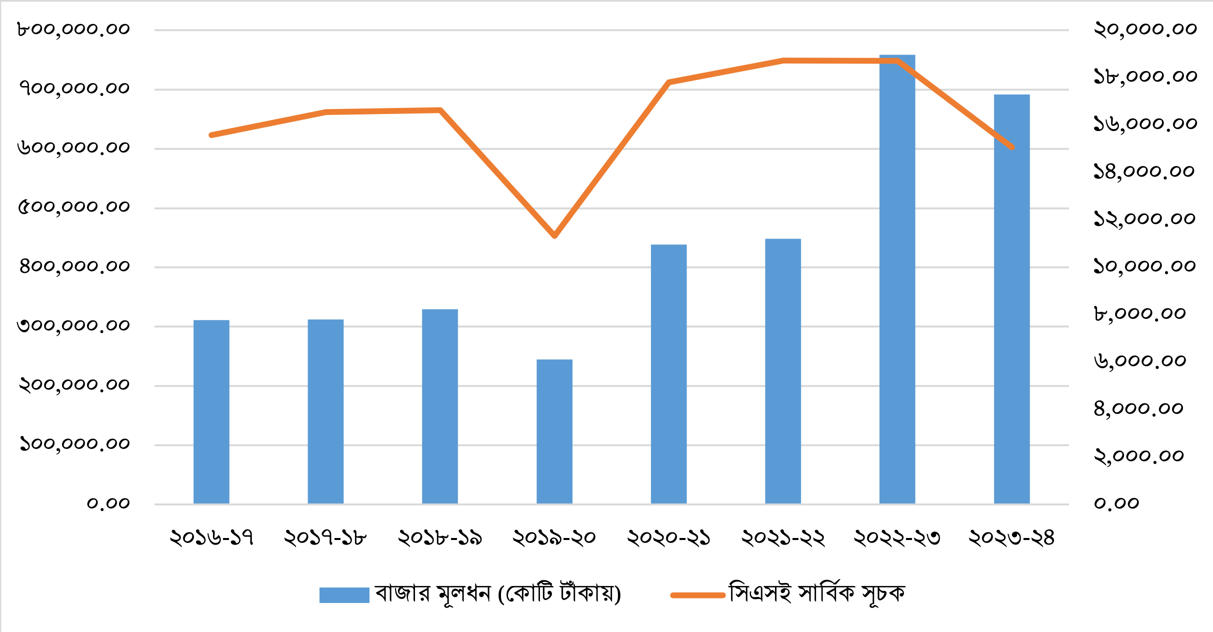

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

সংযোজনী ৫.১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। দেশের একটি টেকসই অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশের ১১১টি ছিটমহলের অধিবাসীদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল তফশিলি ব্যাংককে এসব হিসাব বিনা ফি বা বিনা সার্ভিস চার্জে খুলতে ও পরিচালনা করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে এ ধরনের হিসাবের সংখ্যা ৩.২২ কোটিতে পৌঁছেছে;
- আর্থিক সেবা বঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ২০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে পরবর্তীতে তা ৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ সুদহারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৫০০.০০ কোটি টাকা স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৪৬.২৬ কোটি টাকা;
- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে পিতামাতা (Biological Parents) থাকা সত্ত্বেও পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পরিবর্তন করে বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, সামগ্রিক লেনদেন মনোনীত এনজিও কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে হবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৯,৬৩৩টি এবং ০.৫০ কোটি টাকা;
- চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয়-সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল, চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আলোচ্য কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর অনুমোদন ও পরিচালনার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং তারা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত উক্ত ৩১টি ব্যাংকের ১৫,৯৯১টি এজেন্ট কর্তৃক ২১,৪৭৩টি আউটলেটের আওতায় ২৩.০৩ মিলিয়ন হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানোর পাশাপাশি তাদের মাঝে শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা দেশের প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে ‘স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স’ শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি (Financial Literacy Campaign) পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সাল হতে প্রবর্তিত এসব স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সে আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্টারি

ভিডিও, প্রেজেন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় ১৯টি স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে;

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের নীতি নির্ধারকদের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ) একটি সংস্থা হচ্ছে Alliance for Financial Inclusion (AFI)। বর্তমানে সারা বিশ্বের ৮৪টি দেশের মোট ৯০টি প্রতিষ্ঠান AFI এর সদস্য হিসেবে কাজ করছে। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ২০১৬ সাল হতে AFI এর পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ার ও এপ্রিল ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত চেয়ার হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে i) AFI Intergovernmental Organization Special Committee (IGOSC) এবং ii) AFI Gender Inclusive Finance Committee (GIFC)-শীর্ষক পরিচালনা পর্ষদের দুইটি কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক পর্যায়ের দুইজন কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করছেন। সূচনালগ্ন থেকেই AFI নেটওয়ার্কে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা বাংলাদেশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। AFI এর একটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Maya Declaration এ স্বাক্ষর করে এবং প্রতি বছর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৬টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে, যার ৫৮টি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। Maya Declaration Progress Report এ Maya Declaration Commitments এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংককে এশিয়া অঞ্চলের Regional Champion of Financial Inclusion হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে;
- আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২২ সালে Financial Literacy Guidelines for Bank and Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়, যার আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি আয়োজন, আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক থিমেটিক ক্যাম্পেইন উদযাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক অস্থাবর সম্পত্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এর সমন্বয়ে 'Secured Lending and Movable Collateral Registry Reform Project' নামক পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। স্থানান্তরযোগ্য কিংবা অস্থাবর সম্পদকে জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, জামানত হিসেবে এর মূল্য নির্ধারণ ও নিবন্ধন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। তদপ্রেক্ষিতে, ২৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়। আইনটি প্রণয়নের ফলে জামানতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে জামানত সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পেয়ে ঋণ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যায়;
- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ৩,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ মহিলা সুবিধাভোগীদেরকে প্রদানের জন্য বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সরাসরি ব্যাংকের গ্রাহকরা ৭ শতাংশ সুদে এবং MFI এর গ্রাহকরা ৯ শতাংশ সুদে এ তহবিল হতে ঋণ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের নিকট হতে ০.৫০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এবং ব্যাংকসমূহ MFI এর নিকট হতে ৩.০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে। এ তহবিলের আওতায় জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০.৭৯ মিলয়ন নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অনুকূলে আবর্তনশীল পদ্ধতিতে মোট ৪৮.২২ বিলিয়ন কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট থেকে ৪০.৪৬ বিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। এ তহবিলের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৮৭.২৪ শতাংশ ঋণগ্রহীতা;

- বাংলাদেশ ব্যাংক ২ জুন ২০২২ সালে ১.০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়নযোগ্য ঘূর্ণায়মান অর্থপ্রদানের একটি প্রকল্প চালু করে, যা তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই আর্থিক খাত গড়ে তোলা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদান করা। এই প্রকল্পের আওতায় নিম্নআয়, ব্যাংকবহির্ভূত এবং প্রান্তিক জনগণ সর্বোচ্চ ছয় মাসের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (যেমন: মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, মোবাইল অ্যাপ, ই-ওয়ালেট এবং ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি) ব্যবহার করে ঋণ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রাহকগণ সর্বোচ্চ ৯.০ শতাংশ সুদহারে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পান, তবে ব্যাংকগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১.০ শতাংশ সুদের হার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৬.৭৪ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৬,৩৭,৩৩৭ জন যার মধ্যে ২১.৯৮ শতাংশ নারী।

সংযোজনী ৫.২
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং ডিসেম্বর ২০১৯ এ তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৪ এ রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে কার্যরত তফশিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে Tier-1 মূলধন ৬ শতাংশ। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপৎকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) সংরক্ষণ করে। এ বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ এ ২.৫০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকসমূহের জন্য ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করার নির্দেশনা রয়েছে। বেসরকারি খাতে অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ব্যাংক খাতকে রক্ষার জন্য ব্যাসেল-৩ এর Macroprudential খাত বিশেষত ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল Countercyclical Capital Buffer (CCyB) বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময় পর্যন্ত ৪২টি ব্যাংক ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে Internal Ratings Based (IRB) অ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Guidelines on Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)' সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করে এবং ব্যাংকসমূহের ঋণঝুঁকির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল' প্রস্তুত করে। এদিকে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণসহ স্বল্প সুদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, Stimulus Package এর আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS এর মানদন্ড পরিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৪/২০২১ এর মাধ্যমে ICRRS এর মানদণ্ড Unacceptable এর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫৫ শতাংশ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৭/২০২২ এর মাধ্যমে তা আরও কমিয়ে ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২/২০২৪ এর মাধ্যমে ICRRS এর মানদণ্ড Unacceptable এর ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পুনরায় ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফশিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ ২০১৫ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) ১১.০৮ শতাংশ এবং Common Equity Tier-1 (CET-1) অনুপাত ৭.৩৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত পরিপালিত হয়েছে। তবে, ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৫১টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) এবং ৫২টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার (CET-1) পরিপালন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-৩ এর পিলার-২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ICAAP এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর ICAAP রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় পিলার-২

বাস্তবায়নে ব্যাংকের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহের বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয়ে অসামঞ্জস্যতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগকে অবহিত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, Bi-monthly SRP meeting আয়োজনকরত এর কার্যবিবরণী প্রেরণ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়।

ব্যাংকসমূহের সাথে ২০২১ ভিত্তিক SRP-SREP সভা ও ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭টি ব্যাংকের ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অন্তর্গত পিলার ১ ও পিলার ২ এর আওতাভুক্ত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় মূলধন ঘাটতি ছিল। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর সাথে ২০১৮, ২০২০ এবং ২০২১ সাল ভিত্তিক অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার-২ ঝুঁকিসমূহের Residual Risk, Strategic Risk ও Core Risk এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়। তন্মধ্যে Residual Risk (যা মূলত ঋণের Documentation Error হতে উদ্ভূত) এর বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।

সংযোজনী ৫.৩
পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতার জন্য একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত জনগণের লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি আন্তঃব্যবহারযোগ্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তথা বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) ও ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) চালু করেছে। এছাড়া, বৃহৎ মূল্য (এক লক্ষ ও ততোধিক) তৎক্ষণাৎ পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জুলাই'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ পর্যন্ত বিএসিপিএস এর মাধ্যমে উচ্চমূল্যের চেকের প্রায় ৯.৫৯ লক্ষ কোটি এবং নিয়মিত মূল্যের চেকের প্রায় ৬.২৭ লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধের বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়। একই সময়ে, ইলেকট্রনিক উপায়ে বিইএফটিএন ব্যবস্থায় ডেবিট ও ক্রেডিট নির্দেশে প্রায় ৫.৬৭ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জুলাই'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ এনপিএসবি ব্যবস্থায় প্রায় ১৭৮.৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং আরটিজিএস এ প্রায় ৩৮.৯৩ লক্ষ কোটি টাকার নির্দেশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এর মাধ্যমে বর্তমানে নয়টি ব্যাংক, তিনটি ব্যাংকের অঙ্গসংস্থাসহ এমএফএস প্রতিষ্ঠান 'নগদ' বিকল্প লেনদেন-পরিষেবা সরবরাহ করছে। ব্যক্তিক লেনদেনের পাশাপাশি মোবাইল হিসাবের মাধ্যমে মার্চেন্ট পেমেন্ট দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। জানুয়ারি ২০২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর আওতায় মোট এজেন্ট সংখ্যা ১৭.৩৯ লক্ষ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২১.৯১ কোটি, যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৮.৩৭ কোটি। উল্লিখিত সময়কালে, এমএফএস এর মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.১৭ হাজার কোটি টাকা।

পেমেন্ট সিস্টেম এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর (পিএসও) হিসেবে অদ্যাবধি ৮টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে, তন্মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;
- E-Wallet সেবা প্রদানের জন্য ৫টি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে পিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জনগণের নিকট আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম সুবিধা সহজলভ্যকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক White Label ATM and Merchant Acquiring Services (WLAMA) ও 'Bangla QR' কোড ভিত্তিক পেমেন্ট পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তদুপরি বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ন্যূনতম কাগজপত্র নিয়ে সহজে 'ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব'খোলার সুযোগ তৈরি করেছে;
- ই-কমার্স বাজারে শৃঙ্খলা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে বাজার থেকে অনলাইন কেনাকাটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসক্রো (Escrow) ব্যবস্থাও চালু করেছে;
- পেমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লেনদেন সেতু তৈরির লক্ষ্যে Interoperable Digital Transactions Platform (IDTP) 'বিনিময়' নামে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি Application Processing Interface (API) এর অধীনে সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছেন। উল্লেখ্য, ডিজিটাল উদ্ভাবনে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আর্থিক পরিষেবায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ সালের আগস্টে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) চালু করেছে;
- 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'গড়ার প্রত্যয়ে লেনদেন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত তৎপর রয়েছে। বর্তমানে ই-কমার্সের জন্য পূর্ণ সক্ষম একটি ডিজিটাল লেনদেন প্রতিবেশ তৈরির পাশাপাশি Cashless Bangladesh তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ঢাকায় কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে তা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা কাজ চলমান রয়েছে।

সংযোজনী ৫.৪
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে তরান্বিতকরণের পাশাপাশি নতুন ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সাহায্য করেছে। গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ নিম্নরূপ:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জঙ্গি দল/সংগঠন 'জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া'এর কার্যক্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে ২১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিএফআইইউ কর্তৃক সার্কুলার লেটার নং-১ জারি করা হয়েছে;
- উল্লিখিত সময়ে, বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২,৫৬,৯৬,২২২টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) পেয়েছে এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ১০,৮১৬টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (এসটিআর/এসএআর) পেয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন উৎস হতে ১৭৬টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে;
- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সিটিআর/এসটিআর ও বিভিন্ন উৎস হতে গৃহীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৫৬টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিএফআইইউ উল্লিখিত সময়ে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মোট ৬০টি নিয়মিত পরিদর্শন ও ২৫টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করেছে। এছাড়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট ৪৩২টি ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ১০৬টি তথ্য বিনিময় করেছে;
- চলতি অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত) বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের জন্য ১৯টি অনুরোধের বিপরীতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ৬৫টি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে;
- বিএফআইইউ এবং ওমান ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন-এনসিএফআই) এর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৮১টি দেশের সাথে বিএফআইইউ এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- অবৈধ হুন্ডি, গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টোকারেন্সী সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বমোট ২৯১টি ওয়েবসাইট, ৩৩টি অ্যাপ এবং ৪৬৪টি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ/লিংক (ফেসবুক, ইউটিউব ও ইন্সটাগ্রাম) চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছে;
- হুন্ডি প্রক্রিয়ায় জড়িত সন্দেহে ৬টি এমএফএস ডিস্ট্রিবিউটরের তথ্য সম্বলিত গোয়েন্দা প্রতিবেদন সিআইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি ডিস্ট্রিবিউটরের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। হুন্ডি লেনদেনে জড়িত সন্দেহে ৫,০২৯টি এমএফএস এজেন্টশিপ বাতিল করা হয়েছে;
- ডিজিটাল হুন্ডির সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সহজে শনাক্তকরণের জন্য ইন্ডিকেটর প্রস্তুতপূর্বক এমএফএস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা হয়েছে। ইন্ডিকেটরসমূহের আওতায় এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অনলাইন জুয়া/হুন্ডির সাথে জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত ২৭,৬৮০টি ব্যক্তিগত এমএফএস হিসাব স্থগিত করা হয়েছে;
- হুন্ডি প্রতিরোধে ২২৯টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের AML/CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হুন্ডির সাথে সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে ২১টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৩৯টি হিসাবের তথ্যাদি সিআইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অনলাইন বেটিং ও গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত ওয়েবসাইটসমূহের অর্থ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত পেমেন্ট Gateway/চ্যানেলসমূহ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে অনলাইন বেটিং ও গ্যাম্বলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে;
- অনলাইন গ্যাম্বলিং, বেটিং, হুন্ডি এবং অবৈধ ফরেক্স ও ক্রিপ্টোকারেন্সী লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা ও এসব লেনদেনে অংশগ্রহণ না করার বিষয়ে জনস্বার্থে টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার; স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচরণা এবং

মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যথাক্রমে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে;

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন: এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিমসটেক, ইউএনওডিসি, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে;
- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারককারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।